রাত্রি
চিত্রবাণীর রহস্যময় চিত্র!

চিত্রবাণীর-নিবেদন

—রাত্রি—

কাহিনী— পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রযোজনা- নীরেন লাহিড়ী সর্বাধ্যক্ষ- আর কে দা।

পরিচালনা — **মানু সেন**

চিত্রশিল্পে—সুরেশ দাস
শব্দযন্ত্রে—সত্যেন ঘোষ
গীতিকার—প্রণব রায়
সঙ্গীত-পরিচালনায়—কালিপদ সেন
শিল্প-নির্দ্দেশে—সুনীল সরকার
রসায়নাগারে—ধীরেন দাসগুপ্ত
সম্পাদনায়—সন্তোষ গাঙ্গুলী
নৃত-পরিকল্পনায়—নীলিমা দাস
স্থির-চিত্রে—সত্য সান্যাল
ব্যবস্থাপনায়—সুধীর সরকার
রূপ-সজ্জায়—প্রাণানন্দ গোস্বামী
আলোক-নিয়ন্ত্রণ—প্রমোদ সরকার

সহকারীগণ —

পরিচালনায়—বিনু বর্দ্ধন, সলিল সেন
চিত্র-শিল্পে—অনিল গুপ্ত
শব্দ-যন্ত্রে—সুশীল বিশ্বাস
সঙ্গীত-পরিচালনায়—শৈলেশ রায়,
সম্পাদনায়—নীরেন চক্রবর্ত্তী, প্রণব মুখার্জ্জী,
শিল্প-নির্দ্দেশে—মনিময় ব্যানার্জ্জী
রসায়নাগারে—শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, অমূল্যদাস, ননী চ্যাটার্জ্জী, ননী দাস সরল চ্যাটার্জ্জী
স্থির-চিত্রে—রাই মোহন দত্ত
ব্যবস্থাপনায়—বলাই বসাক, রবি বোস।

—ভূমিকায়—

কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, অমর মল্লিক, ইন্দু মুখার্জ্জী, শ্যাম লাহা, কৃষ্ণধন মুখার্জ্জী, কানু বন্দ্যো (এঃ), ধ্রুব চক্রবর্ত্তী, মনি দাসগুপ্ত, ধীরাজ দাস, প্রতিমা দাসগুপ্ত, সুপ্রভা মুখার্জ্জী, সাবিত্রী, সুহাসিনী, অমিতা, নীলিমা দাস।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
ডি, এল, সিংহ এণ্ড কোং
ছাপাখানার দৃশ্য
দৈনিক বসুমতীর সৌজন্যে
ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত।

রাত্রি

কালাকোর্ত্তা!

দিল্লী শহরের লোকের মুখে মুখে তখন শুধু এই একটি নাম। কেউ বলে কালাকোর্ত্তা একজন নামজাদা ডাকাত, কেউ বলে, চোর-ডাকাত নয়, গরীবের বন্ধু। আবার কেউ বলেঃ চুরি-ডাকাতি করে বটে, কিন্তু খুন জখমের ধার দিয়ে যায় না। শুধু তাই নয়, প্রতি মাসে কোন না কোন ব্যাঙ্কে ইন্সিওর করা খামে মোটা টাকা পাঠিয়ে গরীব দুঃখীদের বিলিয়ে দিতে বলে। পুলিশ তাকে হাজার চেষ্টাতেও ধরতে পারে না।

এই অদ্ভুত কপট লোকটিকে ধরার ভার পড়েছিল ইন্সপেক্টার মিষ্টার সিংএর ওপর। তিনি বার কয়েক বৃথা চেষ্টা করে শেষটা তাঁর বন্ধু সূর্য্যকান্ত রায়ের শরণাপন্ন হলেন। সূর্য্যরায় একজন সাহিত্যিক—ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখে রীতিমত নাম করেছে। দিল্লীর সৌখীন সমাজে মেলামেশাও যথেষ্ট এবং সেই সূত্রেই তার সঙ্গে মিঃ সিংএর আলাপ। মিঃ সিং খবর পেয়েছিলেন যে কলকাতা থেকে বিখ্যাত সখের গোয়েন্দা বিমল বোস দিল্লীতে বেড়াতে এসেছেন—উঠেছেন ধনকুবের মিঃ চৌধুরীর বাড়ীতে। এখন সূর্য্যরায় যদি তাঁকে বলে কয়ে এই রহস্যের তদন্ত করার ভার নিতে রাজী করতে পারে তা হলেই মিঃ সিং উপরওয়ালার ধমকানী থেকে রেহাই পান। পদমর্য্যদায় বাধে বলে তিনি নিজে বিমল বোসের কাছে গিয়ে এ প্রস্তাব করতে পারলেন না। সূর্য্যরায়ই তাঁর প্রস্তাব নিয়ে গেল মিঃ চৌধুরীর বাড়ী এবং বিমলকে কেস্‌টা নিতে রাজী করিয়ে ফেললো। শুধু তাই নয়, বিমল আর তার বোন নমিতাকে পর্য্যন্ত নিয়ে এলো নিজেদের বাড়ীতে।

সূর্য্যর মা নমিতাকে এক মুহূর্ত্তে আপন করে নিলেন। একা একা বাড়ীতে

কালোকোর্ত্তাকে আর সেখানে দেখা গেল না।.....

মিঃ চৌধুরীর টেলিফোন পেয়ে বিমল ছুটে এল তাঁর বাড়ী। সব কথা শুনে মিঃ সিংকে নিয়ে আবার ছুটলো সূর্য্যর বাড়ী। মার কাছে খবর পাওয়া গেল, সূর্য্য কয়েক মিনিটের জন্য বাড়ীতে এসেছিল বটে, কিন্তু তখনি আবার বেরিয়ে গেছে, বলে গেছে ফিরবে পরশু....

বিমলের সন্দেহ দৃঢ় হয়ে উঠলো। কিন্তু.....

সূর্য্যরায় ওরফে কালোকোর্ত্তা তখন চলন্ত ট্রেনের কামরায় মিঃ চৌধুরীর কারখানার কর্ম্মচারীর পকেটের ভার লাঘব করতে ব্যস্ত....

সূর্য্য যখন বাড়ী ফিরলো, তখন নমিতা এবং বিমল দুজনেই তার বাড়ী ছেড়ে উঠেছে গিয়ে হোটেলে....

মা পর্য্যন্ত রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন....মিঃ চৌধুরীর মিলের যে ধর্ম্মঘট সে নিজে চালাচ্ছিল আড়াল থেকে সেটাও ভেঙ্গে যাবার উপক্রম....

কি করবে সূর্য্য? কে দেবে তাকে সাহস, শক্তি....? হোটেলে গিয়ে নমিতাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলো সূর্য্যরায়, কিন্তু নমিতা মুখের ওপর তার অনুরোধ প্রত্যাখান করলো....ভেঙ্গে গেল সূর্য্যকান্তর শেষ স্বপ্ন....মাথার ভেতর সব যেন ওলটপালট হয়ে যেতে লাগলো।....

তারপর সে করে ফেললো আর একটা দুঃসাহসিক কাজ। নমিতাকে ভুলিয়ে সরিয়ে আনলো তার দাদার কাছ থেকে, নিয়ে এলো মুন্নির বাড়ীতে....নমিতাকে সে বুঝিয়ে বলবে—খুলে বলবে তার ইতিহাস—আদ্যোপান্ত, সেই ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে, আজ পর্য্যন্ত....সব কথা শুনলে নমিতা নিশ্চয় তাকে ভুল বুঝবে না....

কিন্তু সব কথা বলার আগেই দেখা গেল বিমল বোস পুলিশ নিয়ে বাড়ী

কি করবে সূর্য্যরায়....যে কালোকোর্ত্তা অসংখ্যবার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে, সে কি এবারও পুলিশের বেড়া জাল ভেদ করতে পারবে? কি তার ইতিহাস....কোথায় তার জীবন-দ্বন্দ্বের মূল রহস্য....নমিতাই বা কি করবে.... রমাকে মিঃ চৌধুরী যে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন সে কি তা ফিরে পাবে না?

এ চিত্র-কাহিনীর শেষ কটি মুহূর্ত্ত এই সব প্রশ্নেরই উত্তর।

---

(১)

— নমিতার গান —

চিনেছি তোমায় আঁধারেরও ছায়াতলে,
বারে বারে আজ এই কথা মন বলে॥
হয়েছিল দেখা হয়নি চেনা,
(মোর) মর্ম্মবনে তাই ফোটেনি হেনা,
(আজ) বসন্তবায় সহসা জাগায়
(মোর) তন্দ্রালাগা ফুলদলে॥
চিনি নাই দিনের আলোয়
(যবে) দেখেছিনু নয়ন মেলে,
জেনেছি তোমার পরিচয়
(আজ) রাতের প্রদীপ জ্বেলে।
সেই পরিচয় ফাগুন সম
দুলিয়ে দিল আজ হৃদয় মম,
সেই পরিচয় রৈল মিশে
(মোর) বুকের মালার পরিমলে॥

(২)

মুন্নির গান

(হায়) মন দিয়ে মিছে মন চাওয়ারে
ভালবাসা সে যে ব্যথা পাওয়ারে॥
(জানি) দূরে রবে দূর নভে চাঁদ গো,
মিটিবেনা কুমুদীনির সাধ গো,
আলো নহে, আলেয়া সে আঁধারে,
জানি জানি এ জীবনে ঝরে যায় মালা
তৃষা না মিটিতে ভাঙ্গে মাটীর পেয়ালা,
(হায়) মিছে আশা, মিছে বাসা বাঁধারে,
(জানি) বালুচরে লেখা পড়ে, মুছে যায়,
মাছেনাতো নিয়তির লেখা হায়
ফুল ঝরে, থাকে শুধু কাঁটারে।

(৩)

— নমিতার গান —

(যবে) রাতের চোখে (ছিল) মৃদু ঘুমঘোর
(সেই) আলো-ছায়াতে এলো এক চোর॥
(মোর) নিদ্ মহলে (মনি) প্রদীপ জ্বলে,
ফুল শয়নে তখন (ছিনু) স্বপন-বিভোর॥
(মোর) শিয়রে এসে দাঁড়াল ধীরে সে,
কহিল সে "জাগো" মধুমালা গো,
এই মধুনিশি হ'ল যে হায় ভোর॥
(জেগে) দেখি চাহিয়া (দীপ) গেছে নিভিয়া,
(সে) নিয়ে গেছে হায় (শুধু) মালাখানি মোর॥

(৪)

পান্থশালার গান

এই জীবনের পান্থশালায় তুই মুসাফির দুইদিনের
শূন্য প্রাণের পেয়ালাখানি ভ'রেনে তুই আজকে রাতে॥
আকাশে আজ ফাগুন রাতি, আজ ভুবনে ফুল ফোটে,
তুই কেন হায় জলবি কাঁটায়, সবাই যখন মালা গাঁথে॥
মন যদি হায় মরে তৃষায়, কেন মনের দাবী মানবিনা,
যা কিছু তোর হৃদয় চাহে, জয় ক'রেনে আপন হাতে
জীবন সাথীর দুই হাতে ভাই গরল সুধা দুই আছে,
গরল যদি মধুর লাগে, তাই ভ'রেনে পেয়ালাতে॥

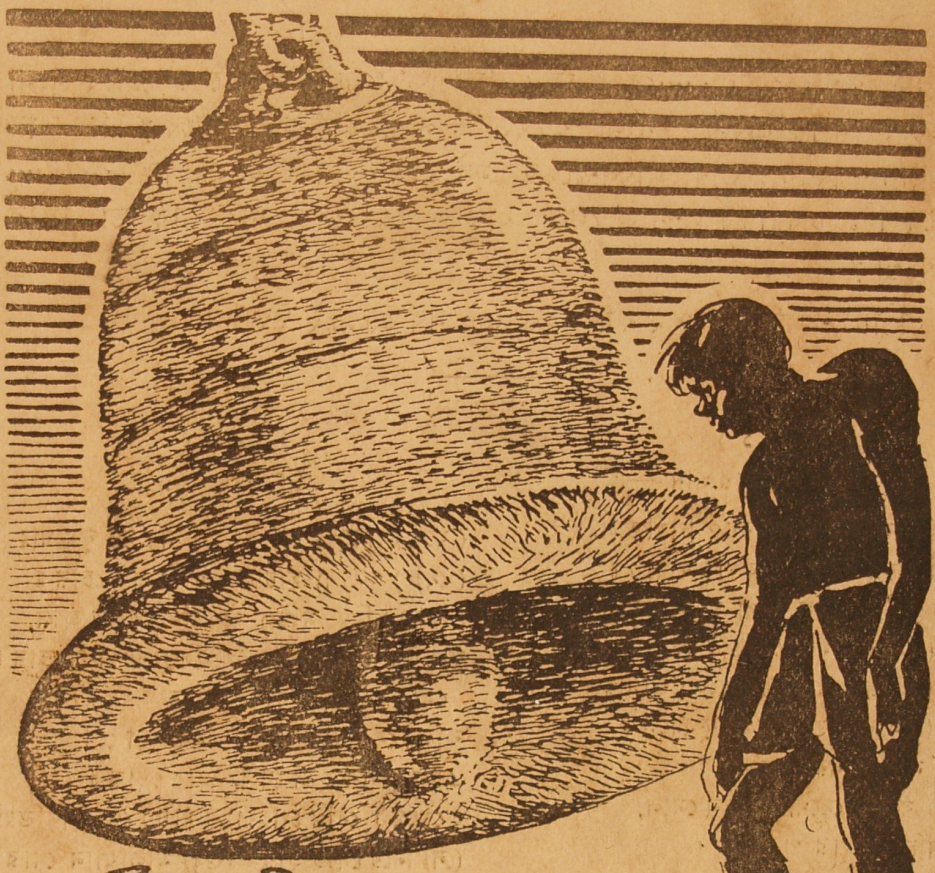

চিত্রবাণীর পক্ষ হইতে শ্রীফনীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত জুভেনাইল আর্ট প্রেস, ৮৬ বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে জি, সি, রা
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য দুই আন